



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৩ সংখ্যা

কোয়ান্টাম বুলেটিন

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে কোয়ান্টাম

দীর্ঘ দুদশকের সাফল্যযাত্রার পথ ধরে কোয়ান্টাম এখন অতিক্রম করেছে তার তৃতীয় দশক। এ দশক কোয়ান্টামের সম্ভাবনা বিকাশের আর পায়ে পায়ে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়ার। সেবামূলক কার্যক্রমগুলোতে আমাদের প্রবৃদ্ধি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সময়ের প্রয়োজন, সবমিলিয়ে বলা যায়, কোয়ান্টাম প্রবেশ করেছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে।

বিদ্যায় বছর ২০১৩ সালে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হয়েছে মোট ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০৬ টাকা, যার পুরোটাই ফাউন্ডেশনের সদস্যদের নিঃস্বার্থ দান। এই অর্থ বছরজুড়ে ব্যয় হয়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্বনির্ভরায়ণ কার্যক্রমে।

এছাড়াও এ বছর কোয়ান্টাম ল্যাব সরবরাহ করেছে ৮২ হাজার ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান। সামর্থ্যহীন ও সীমিত সামর্থ্যবানরা বিনা প্রসেসিং খরচে পেয়েছে ১০ হাজার ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান। বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন অগ্নিদগ্ধ রোগীদের

সরবরাহ করা হয়েছে ৪,৮২৫ ইউনিট ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা। যার ফলে পূরণ হয়েছে বিপুল সংখ্যক জরুরি রক্তের চাহিদা। অন্যান্য সেবা কার্যক্রমগুলোতে ফাউন্ডেশনের প্রবৃদ্ধিও ছিলো উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগত পেশাগত পারিবারিক সামাজিক-নানামুখী অস্থিরতা ও হতাশার আশ্রাসন আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকেই আক্রান্ত করেছে। যার ফলে বাড়ছে বিভিন্ন দুর্ভোগ। আর এর কার্যকর প্রতিকারে কল্যাণকর ভূমিকা পালন করছে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

মেডিটেশন চর্চা করে লাখে মানুষ অর্জন করেছেন প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও



মেডিটেশনের ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন-দি মাইন্ডফুল রেভলুশন (৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪)

সাফল্যের আনন্দ অনুরণন।

আসলে এই প্রশান্তির খোঁজ শুধু আমাদের সমাজেই নয়, সারা পৃথিবীতে এর প্রয়োজন আজ খুব বেশিরকম অনুভূত হচ্ছে। এ নিয়ে তাই সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা চলছেই। সম্প্রতি

(৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪) বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন-দি মাইন্ডফুল রেভলুশন।

এ প্রতিবেদনের মূল কথা একটাই-যখন যে কাজই করুন, নিজের প্রতি পর্যাপ্ত মনোযোগ দিন, আর এর অন্যতম প্রধান উপায় মেডিটেশন, যা আপনাকে শারীরিক মানসিক পেশাগত পারিবারিক সামাজিক-সবদিক থেকেই ভালো রাখবে।

আর এ কথাগুলোই কোয়ান্টাম বলছে প্রায় দুই যুগ আগে থেকেই। অর্থাৎ এ শতাব্দীর এ সময়ের মানুষের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের কথাটি কোয়ান্টাম মানুষকে দিতে পেরেছে সার্থকভাবে এবং অনেক আগেই। তাই আমরা বলতে পারি সম্ভাবনার নতুন দিগন্তে কোয়ান্টাম।

সাদাকায়নের বছর ২০১৪

২০১৪ সালকে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সাংগঠনিকভাবে ঘোষণা করেছে সাদাকায়নের বছর হিসেবে। চারপাশের মানুষকে সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবনের সন্ধান দিতে পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে নিয়ে নিয়মিত অংশ নেয়ার অনুষ্ঠান সাদাকায়ন কার্যক্রম।

প্রতি শুক্রবার ফাউন্ডেশনের সকল সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেল-এ অনুষ্ঠিত হয় আত্ম উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সাদাকায়ন। সবার জন্যে উন্মুক্ত এই কার্যক্রমে থাকে আলোকিত জীবন গড়ার লক্ষ্যে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, যৌথ মেডিটেশন এবং যৌথ দোয়ায় নাম দেয়ার সুযোগ।

এ কার্যক্রমকে আরো আকর্ষণীয় করতে সেন্টার/ শাখা/ সেল/ প্রি-সেলগুলো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মাসের প্রথম শুক্রবার পারিবারিক সাদাকায়ন এবং শেষ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে মাসিক সাদাকায়ন। এ লক্ষ্যে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরাও চারপাশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন সাদাকায়নের বার্তা।



২০১৪ সালে কোয়ান্টাম কসমে স্কুলে সূচনা শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে ৮২টি শিশু। স্কুলে যোগ দেয়ার প্রথম দিনে উচ্ছ্বাস আর আনন্দে বিভোর শিশুরা নতুন পোশাকে নতুন স্বপ্নে।

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

মহাপ্রয়াণ

২০১৩ সালে মহাজাগতিক সফরের পরবর্তী ধাপে অংশ নিয়েছেন ফাউন্ডেশনের বেশ কজন আন্তরিক নিবেদিতপ্রাণ সদস্য।
আমরা তাদের অনন্ত প্রশান্তি কামনা করি। পরম করুণাময় করুল করুন।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম

২৪ জানুয়ারি রাতে এক বর্ণাঢ্য ও কর্মময় জীবন শেষে অনন্ত মহাজাগতিক সফরের পথে যাত্রা করেছেন বরেণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম। তার চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে জাতি হারালো এক ক্ষণজন্মা কীর্তিমান পুরুষ আর কোয়ান্টাম হারালো একজন অজ্ঞ অভিব্যক্ত। কারণ কোয়ান্টামের যাত্রা গুরুতর দিনটি থেকেই তিনি কোয়ান্টামকে দিয়েছেন তার আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন। ১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি, জাতীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে



‘টেনশন মুক্তির জন্যে শিথিলায়ন’ শীর্ষক সেমিনার ও শিথিলায়ন ক্যাসেটের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে তিনিই প্রথম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন-‘কোয়ান্টাম মেথড আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে এটি যুক্ত হলে রোগ নিরাময় আরো সহজ হবে, ত্বরান্বিত হবে।’ ২০১১ সালের ১০ থেকে ১৩ জুন কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৩৩১ তম ব্যাচকে সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘আজ থেকে ১৯ বছর আগে আমি যে কথাটি বলেছিলাম, সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করে একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি বলতে পারি-কোয়ান্টামের কার্যকারিতা এখন প্রমাণিত সত্য, যা সমস্ত বিতর্কের উর্ধ্বে’।

নিষ্ঠীক সত্যবাদিতা, বহুল প্রশংসিত জাতীয় ওষুধ নীতির প্রণেতা, ধূমপানবিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ, বাংলাদেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরোধা ব্যক্তিত্ব, দেশের প্রথম বেসরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-এমন অসংখ্য পরিচয় তাকে আসীন করেছিলো এক অনন্য ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় আসনে। এই কর্মীপুরুষ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ছিলেন মানবসেবার কাজে একনিষ্ঠ, ছিলেন জনকল্যাণমূলক একাধিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের প্রতি সবসময়ই ছিলো তার দোয়া ও শুভকামনা। ৬ জুলাই, ২০০৩ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রথম সহস্রা জীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

শুধু তা-ই নয়, কোয়ান্টামের প্রতি ভালবাসার অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অশীতিপরি বয়সে পাহাড়ি রাস্তার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তিনি ২০১১ সালের ৫ মার্চ গিয়েছিলেন বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম-এ। চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন কোয়ান্টাম আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্পে। উদ্বোধন করেছিলেন তার নামে নামকরণকৃত কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের আবাসন ‘নুর হল’। উল্লেখ্য, ডা. নুরুল ইসলামের সামগ্রিক অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ২০০১ সালে ‘নুর হল’ প্রতিষ্ঠা করে।

ফাউন্ডেশন ২৫ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে কোয়ান্টাম লামার মেডিকেল ক্যাম্পটি তার স্মরণে উৎসর্গ করে। সেদিন কোয়ান্টামে সমবেত চিকিৎসকবৃন্দকে নিয়ে গুরুজী ও কোয়ান্টামের কর্মীরা তার গায়েবানা জানাজায় অংশ নেন। জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের বিদেহী আত্মার অনন্ত প্রশান্তি কামনা ও জাতীয় জীবনে তার অবদান গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরবর্তী ৪০ দিনের সকল সংকর্ম তার প্রতি উৎসর্গ করে।

আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল

২১ জুলাই রাত সাড়ে আটটায় অনন্ত জীবনের পথে পাড়ি জমান কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আচার্য ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর।

গবেষক প্রাবন্ধিক সুবক্তা ও একাধিক গ্রন্থপ্রণেতা অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল ২০০১ সালে কোয়ান্টাম মেথডের ১০৭ তম ব্যাচে অংশ নেন। সেই থেকে এক যুগেরও বেশি সময় কোয়ান্টামের প্রায় সব কার্যক্রমেই তিনি ছিলেন নিয়মিত। যেকোনো সাংগঠনিক কাজে সবার সাথে মিশে যেতে পারতেন হৃদয়তা আর আন্তরিকতা নিয়ে। ফাউন্ডেশনের কাজে যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি সময় দিয়েছেন। সভাপতিত্ব করেছেন একাধিক স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ও কোয়ান্টাম মুক্ত আলোচনায়। ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করেছেন ফাউন্ডেশনের সদস্যদের।

মৃত্যুর আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব ও সংস্কৃত বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফেরার পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীর অনুরোধে সেখানে ধর্ম বিষয়ক আলোচনা শুরু করেন এবং সুবক্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ৭০-এর দশক থেকে তিনি বিটিভিতে ‘পবিত্র গীতা পাঠ’ অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক ছিলেন। টিভি ও রেডিও-তে নিয়মিত গীতা পাঠ করে সারাদেশে তিনি ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, নিরহংকারী ও নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই বয়ীয়ান শিক্ষক ও ধর্মবেত্তার প্রয়াণে ফাউন্ডেশন হারালো একজন সজ্ঞাপ্রেমী অভিব্যক্ত।

নাজিম উদ্দিন মোস্তান



বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাবেক চিফ রিপোর্টার নাজিম উদ্দিন মোস্তান ১৮ আগস্ট বিকেল সাড়ে চারটায় মিরপুরে নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৫ বছর।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে কোয়ান্টাম মেথডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও শিথিলায়ন ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানের বিস্তারিত নিয়ে পরদিন দৈনিক ইত্তেফাক-এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত ‘আচ্ছন্ন তন্দ্রায় নাকডাকা প্রশান্তি’ শীর্ষক সাড়া জাগানো রিপোর্টটি ছিলো তারই করা। পরবর্তীতে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের প্রথম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এই নির্মোহ ও স্পষ্টভাষী সাংবাদিকের অবদান গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছে।

মাটির ব্যাংক ৯ সংগ্রহ ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষাধিক টাকা

২০১৩ সালে ১,৫৬,০৯২টি ব্যাংক থেকে সংগ্রহ ১৪ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫০৬ টাকা। ২০১২ সালে এর পরিমাণ ছিলো ১,২০,২৭৫টি ব্যাংক থেকে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ ২ হাজার ৪১০ টাকা। অর্থাৎ সংগৃহীত ব্যাংক সংখ্যা বেড়েছে ৩৫,৮১৭টি (২৯.৭৮%) এবং সংগৃহীত অর্থ বেড়েছে দুই কোটি ৬০ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৬ টাকা (২২.০১%)। মাসিক গড় অর্থ সংগ্রহ বেড়েছে। ২০১৩ সালে প্রতিমাসের গড় সংগ্রহ ছিলো এক কোটি ২০ লক্ষ ২৮ হাজার ৭০৯ টাকা। ২০১২ সালে মাসিক গড় সংগ্রহ ছিলো ৯৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৩৪ টাকা। অর্থাৎ মাসিক গড় সংগ্রহ বেড়েছে ২১ লক্ষ ৭০ হাজার ১৭৫ টাকা। ব্যাংকপ্রতি গড় সংগ্রহ হয়েছে ৯২৫ টাকা। প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৯৮ সালের (১৮,৮০২ টাকা) তুলনায় এ বছর প্রবৃদ্ধি ৭৬৭৭.০৮ গুণ বা ৭৬৭৬০৮.২৫%।

২০ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহকারী শাখা

শাখা	ব্যাংক জমা (টি)	সংগৃহীত অর্থ (টাকা)	সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি % (২০১২-এর চেয়ে)
উত্তরা	৭,৬৮৭	৭৮,১৬,৪০৫	৩৭.৩৮
কাজীর দেউড়ী	২,৩৩৭	২১,৭৬,৭৩১	১০০.০০
খুলনা	৩,৭৯৩	২৪,২২,৯৫৫	৫.২১
ধানমণ্ডি	৩,৭৪৩	৬৪,১৫,০৪১	২৪.৩৫
বনশ্রী	৩,৪৭৮	৩১,৯১,৯৩৪	১০৯.৮৪
বনানী	২,১৭৭	৩২,২২,৯৭৮	১০.০০
বাগবাড়ি-জিন্দাবাজার	২,১৬৩	২৪,১৯,৯৭১	২৬.৫১
মতিঝিল	১৯,৯৬৩	১,১৮,৪৯,১২৬	১৫.৩৭
মোহাম্মদপুর	২,৫৯৬	৩৮,১৬,৫৭৫	৩০.৮৮
সবুজবাগ	৬,৩২০	৫১,৩৪,৩৪৩	(৮.৪২)
হাতিরপুল	২,৩৩৬	২৭,৬৫,৪২১	(২০.৩৯)

পাঁচ লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহকারী সেল

সেল	ব্যাংক জমা (টি)	সংগৃহীত অর্থ	সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি %
অক্সিজেন	২,৯৬২	১৬,৮৩,৯১৭	৩৬.১২
আহমেদনগর	৮০৯	৯,৪৪,৯৩০	(২১.৭০)
খুলশী	১,০৬৭	৭,০৯,১৯৫	৮.১৪
তেজগাঁও	৮৫৭	৬,০৮,৫৬১	৬.৭৪
দেওয়ানবাজার	১,০৬৭	৫,৫২,৫৩৭	(৫.৯৯)
নারায়ণগঞ্জ	১,১৭০	১০,৭০,৭৫৮	১০৪.২০
নিউমার্কেট	৭১৮	১০,২২,৪৪৮	(০.৫০)
পতেঙ্গা	১৫৬২	৯,৮৮,২১০	৩৬.৫৩
পাবনা	৮১৬	৫,০৮,৩৯৬	১৮১.৮৯
পুরবী	২,০৩৩	৬,৯০,১৫২	(১.৮৭)
বরিশাল	১,৫৮৫	৮,৩৪,০৪৩	৭৩.৭২
মিরপুর-৬	৮৮৫	৫,০০,০০০	২.৩৪
সিডনি	৮৭	৯,৯৪,৮২৭	১১৭.৪৩
সীতাকুণ্ড	২,২৭৫	৮,৭১,০০৯	৪১.৯৯
সূত্রাপুর	৭৫৩	৬,৩৪,৮৩১	১৭.৯১
সেনপাড়া	১,২৩২	৭,৩৩,৮৬৯	২৫.৫৬
লামা	১,০০১	৫,৫৫,৫৫৫	১৯.২৩

চারটি সেন্টারের সংগ্রহ

সেন্টার	ব্যাংক জমা (টি)	সংগৃহীত অর্থ (টাকা)	সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি % (২০১২-এর চেয়ে)
চট্টগ্রাম	৩১,৯৪৯	১,৯২,৪২,৪৫৮	১০.৭০
মিরপুর	১৪,৭২৭	১,০৫,৮০,২১০	৩৩.৪৭
রাজশাহী	১৪,৬৮০	৬৯,৬৯,০৩১	৩৭.১৭
সিলেট	১২,২৪৮	৭৫,৭৪,৫৬৫	৯.৬৯

দুই লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহকারী প্রি-সেল

প্রি-সেল	ব্যাংক জমা (টি)	সংগৃহীত অর্থ (টাকা)	সংগ্রহে প্রবৃদ্ধি % (২০১২-এর চেয়ে)
আজমপুর	১,৩৫০	১,১৬,১,৫২৯	৩১১.০৩
উত্তরা সেন্টার-৭	১৫২	৪৯২,০৬৭	১৮,৮৬২.১২
উত্তরা সেন্টার-৯	১২৪	৫৭৯,৫১০	১২,৭৩২.৩৭
খিলক্ষেত	৫৭৬	৩৫৩,০২৯	৮০৮.০৭
চামেলীবাগ	১,০২৭	২,৭৬,২০৬	১০০.০০
জিয়া সরণী	১৩৯	২,৫৯,৯৭২	১০০.০০
জোয়ার সাহারা	৩০৩	৬,৮০,৯৬৯	৭৭.১৮
টালিবাড়ি	৩০১	৩,০৬,৫৩৮	১১২.০৬
তুরাগ	৫৬৫	৮২৬,১৬৭	৮৮০.৪৫
তেজকুনি পাড়া	৪০২	২,৭১,০২২	১০০.০০
নর্থ রোড	৫৫৭	২,১৫,২০১	১০০.০০
নয়াপল্টন	৩২৫	২,২৬,৬২৫	১০০.০০
নিকুঞ্জ	১৮৭	৩,০৫,০৪৫	১০০.০০
বংশাল	১,১২৭	৭,৪৮,১৪৭	৭৩.২৬
বসুন্ধরা	৪৯২	১১,৪৭,১৪৭	১০০.০০
মানসী লেকভিউ	৩৬১	২,২১,৮০৭	২৭.৪৬
ল'ইয়াস	৪১	২,৭২,৬৩৭	৫,৮১৫.৩২
লেকসিটি কনকর্ড	৬৬৪	৬৭০,২৬৯	৪০৫.২৭
শাহবাগ	৬৪৩	৪,৮৮,৬১৭	৭,৭১২.৮৭
শেওড়াপাড়া	৬৯০	৩,৯১,০৬০	১৮৬.৩৫
সেগুনবাগিচা	১,০৭৬	৬,৬১,১৫১	১০০.০০

বিশেষ ওয়ার্কশপ ৯ শুদ্ধ দানে সুন্দর জীবন

২০ নভেম্বর কাকরাইলের কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় মাটির ব্যাংক বিশেষ ওয়ার্কশপ 'শুদ্ধ দানে সুন্দর জীবন'। দান, শুদ্ধ দান, কেন শুদ্ধ দান এবং দান কীভাবে শুদ্ধ দানে পরিণত হয়-এসব বিষয়ে ওয়ার্কশপে আলোচনা করা হয়। গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার মিলিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন ২৫৬ জন (পুরুষ ১৪১, মহিলা ১১৫)।

১২ ডিসেম্বর এ ওয়ার্কশপেরই দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে কোয়ান্টাম এসোসিয়েটরাও অংশগ্রহণের সুযোগ পান। একই ভেন্যুতে সেদিন ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন ১৪৯ জন (পুরুষ ৯১, মহিলা ৫৮)। এর আগে ১৮ ফেব্রুয়ারি 'বরকতায়ন ওয়ার্কশপ' অনুষ্ঠিত হয় কাকরাইল হলে। এতে ১৯২ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার (পুরুষ ১০৯, মহিলা ৮৩) অংশগ্রহণ করেন।

প্রবৃদ্ধি ও নির্মাণের বছর ২০১৩-তে কোয়ান্টাম



নবনির্মিত শাফিয়ান

কোয়ান্টামের চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান-এর জন্যে নির্মিত ৫,৬৩০ বর্গফুটের নতুন ভবন। এ বছর শাফিয়ান থেকে ইনডোর ও আউটডোর সেবা নিয়েছেন ১১,৪৪৭ জন রোগী।



এ বছর টেবিল টেনিস খেলার জন্যে নির্মিত হয়েছে ২,৫০০ বর্গফুটের টিটি ভবন। ৪০ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উপ-আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্বৈত ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও একক ইভেন্টে রানার-আপ হয় কোয়ান্টা হামিম শান্ত ও মো. মোস্তাফিজুর রহমান। কুমিল্লায় আঞ্চলিক পর্যায়ে দ্বৈত ইভেন্টেও তারা রানার-আপ হয়।



সালামাতান II কোয়ান্টামে প্রবেশপথে ২,২০০ বর্গফুটের অভ্যর্থনা কেন্দ্র



কারকশিল্পের জন্যে নির্মিত হয়েছে ১,৪০০ বর্গফুটের একটি অবকাঠামো। কোয়ান্টারা বিভিন্ন ডিজাইনের ফুলদানি, ড্রাই ফ্লাওয়ার ইত্যাদি তৈরির প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কারকশিল্প বিভাগে।



টেস্টি টিং টিং

১,৪০০ বর্গফুটের টেস্টি টিং টিং-এ পাওয়া যায় বাহারি নাশতা ও খাবার

ভ্যালি কোরবান



ভ্যালি কোরবানে নির্মিত হয়েছে ১,৬০০ বর্গফুটের দুটি ঘর এবং ৪,৮০০ বর্গফুটের একটি ঘর। আরো অন্যান্য নির্মাণাধীন স্থাপনায় গড়ে উঠছে আরেক শিক্ষাঙ্গন।



মধুমাসে কোয়ান্টামম

২০১৩ সালে মধুমাসে কোয়ান্টামমের আকাশে, বাতাসে ছিলো আম-কাঁঠালের মৌ মৌ ছাণ। রহমভ্যালি ও লম্বাখোলার হাসপাতালের জায়গাসহ সব আম গাছেই ফলন হয়েছে প্রচুর। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু ছিলো আরোগ্যশালার আম।

আরোগ্যশালার পথের দুইপাশ ও আশপাশে রয়েছে প্রায় ১৫ প্রজাতির আমের দুই শতাধিক গাছের আমবাগান। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে রয়েছে আম্রপালী, খিরসাপাতি, ল্যাংড়া, হিমসাগর, মল্লিকা, হাঁড়িভাঙা, ফজলি। ছোট ছোট গাছে অজস্র আমের ফলনে গাছগুলো সব মাটিতে নুয়ে পড়েছিলো। আরোগ্যশালার আমবাগানসহ এবারের মৌসুমে ১৩,১৩২ কেজি আম ও প্রায় এক হাজার কাঁঠাল উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, বিভিন্ন জাতের আম, কাঁঠাল ছাড়াও এখানে উৎপাদিত মৌসুমি ফলের মধ্যে রয়েছে পানিয়াল জাবাটিকাভা জাম গোলাপজাম জামরুল কলা লটকন ইত্যাদি।



কোয়ান্টামমে বিজ্ঞানী শমশের আলী

২৬ জানুয়ারি কোয়ান্টামম সফর করেন বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক আল্লামা ড. এম শমশের আলী। কোয়ান্টামদের পরিবেশনায় চমৎকার ব্যান্ড বাদন আর বিউগলের সুর মূর্ছনায় তাকে স্বাগত জানানো হয়।

একই দিনে তিনি কোয়ান্টামম মিলনায়তনে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে আগত প্রায় দেড়শত চিকিৎসকের সাথে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর সেন্টার ফর প্যালিয়েটিভ কেয়ার-এর প্রফেসর ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদ।

২৭ জানুয়ারি সকালে ড. এম শমশের আলী কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি ক্লাসরুমগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং কোয়ান্টামদের সাথে বেশ আনন্দঘন কিছু সময় কাটান। নিজ হাতে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে তাদের শেখান গণিতের নানা মজার কৌশল। সেখানে তিনি জাতীয় পর্যায়ে জিমন্যাস্টিকস-এ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কোয়ান্টামদের পারদর্শিতা উপভোগ করেন এবং কোয়ান্টামদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

সেদিন বিকেলে তিনি কসমো স্কুল আবাসিক মাঠে কোয়ান্টামদের প্যারেড ও ডিসপ্লে পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন, এরপর কোয়ান্টামম মসজিদে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন।



ভ্যালি কোরবানে নবনির্মিত ৪,৮০০ বর্গফুটের এ আবাসনে একসাথে থাকতে পারবে তিন শতাধিক শিশু।

আনারস ও জলপাই বাগান



সবুজায়নে কোয়ান্টামম II একসময়ের ধূসর, রক্ষ লামাকে সবুজ প্রকৃতির রঙে সাজানোর জন্যে চলছে বনায়ন কার্যক্রম। নিজস্ব নাসারিতে উৎপাদিত হয়েছে ফলজ, বনজ ও ওষধি গাছের ১৯,১২২টি চারা। রহমভ্যালি, বরকতভ্যালি, বাগ-এ কবীর, সবুজায়ন, ধাড়কান, বাকরান, নুরীয়ান, তাহেরান-এ লাগানো হয়েছে ৩৪,০৭১টি চারা।



জব্বারানে মাছ চাষের জন্যে এখন হয়েছে মোট পাঁচটি পুকুর। লামা মৎস ও পশুসম্পদ প্রকল্পের আওতায় এরই মধ্যে এ পুকুরগুলোতে শুরু হয়েছে রুই কাতলা মুগেল পাঙাসসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছের চাষ।

কোয়ান্টাম

৫

বুলেটিন

কোরআনের আলোয় উপলব্ধিময় রমজান

প্রতিবছর রমজানে মাটির ব্যাংক করসেবা, যাকাত সংগ্রহ, বিশেষ হিলিং সেশন, রক্তদান নিয়ে তৎপরতা থাকলেও ২০১৩ সালে মনোযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলো আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী পুস্তিকা ও সিডি।

পবিত্র কোরআনের আমপারা (৩০ তম পারা) এবং সপ্ত সূরা-সূরা লোকমান, সূরা ইয়া-সীন, সূরা ফাতাহ, সূরা হুজুরাত, সূরা আর রাহমান, সূরা ওয়াকিয়া ও সূরা মূলক-এর মর্মবাণী নিয়ে এ বছর জুন মাসে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক-এর গ্রন্থনায় প্রকাশিত হয় পুস্তিকা ও সিডি 'আল কোরআন বাংলা মর্মবাণী'। আধুনিক মননের উপযোগী করে গ্রন্থিত এ পুস্তিকার পাশাপাশি প্রকাশিত হয় গুরুজীর কণ্ঠে এর অডিও সিডি।

পুস্তিকা ও সিডি ২৮ জুন থেকে সবাই সংগ্রহ করতে শুরু করেন। মোড়ক উন্মোচনের এ দিনে পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে গুরুজী বলেন, প্রভু আমাদেরকে তাঁর পবিত্র কালামের কিছু অংশের মর্মবাণী মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করা এবং তা বাংলায় পাঠ করার তওফিক দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই মর্মবাণীতে সংকলিত আয়াতগুলোর শুধু শাব্দিক অনুবাদ নয়, বরং যে আয়াতে যা বোঝানো হয়েছে তা-ই ব্যক্ত করা হয়েছে মায়ের ভাষায়; যাতে একজন সাধারণ মানুষও তা সহজে বুঝতে এবং অনুধাবন করতে পারেন।

সুখী জীবনের ম্যানুয়াল হিসেবে কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। কারণ কোরআনের জ্ঞানই মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে করতে পারে আলোকিত আর সাফল্যমণ্ডিত। কোরআনের বাণীকে নিজের জীবনে ধারণ করতে কোরআনের মর্মবাণী বার বার পাঠ করার ও শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দেন গুরুজী। সেইসাথে চারপাশের মানুষের সমস্যা জর্জরিত জীবনে কোরআনের রহমত আর শেফার পরশ ছড়াতে যত বেশি সম্ভব পুস্তিকা ও সিডি বিতরণ করার আহ্বান জানান।

গুরুজীর এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার, গ্রাজুয়েট এমনকি এসোসিয়েটরাও কোরআনের মর্মবাণী নিজে বার বার পড়া, ধ্যানের স্তরে গভীর মনোযোগে শোনা ও অনুধাবনের পাশাপাশি আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিতজনসহ চারপাশের ৪০ ঘরে এটি পৌঁছে দিয়েছেন। ই-মেইলে এটাচ করে দিয়েছেন সম্ভাব্য সবার কাছে। ঈদ-উপহারের সাথে দিয়েছেন পুস্তিকা বা সিডি। এর পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সার্বিক সুস্থতা ও সাফল্যের নিয়তে নিদেনপক্ষে ১০টি পুস্তিকা পরিচিত পরিমণ্ডলে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন অনেকেই। কোয়ান্টাম মেডিটেশন সোসাইটি লন্ডন শাখার উদ্যোগে কোয়ান্টাম রেডিও-র মাধ্যমে রমজানে মাসব্যাপী সম্প্রচারিত হয়েছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর অডিও সিডি।

রমজানে নৈশায়নের ইবাদতের সমান সওয়াব লাভের নিয়তে কোয়ান্টাম ওয়েবসাইটের কোরাম-এ কোরামাররা লিখেছেন কোরআন অনুশীলন নিয়ে নিজস্ব উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার কথা, বিশ্লেষণধর্মী মতামত। ফাউন্ডেশনের কাছে অনেকেই লিখে

পাঠিয়েছেন এমন পাঁচটি আয়াতের কথা যা তাদের মনে দাগ কেটেছে এবং সেইসাথে পাঁচটি দিক-নির্দেশনামূলক আয়াতের কথা। উত্থাপন করেছেন নানা প্রশ্ন ও প্রসঙ্গ যার জবাব সরাসরি গুরুজী দিয়েছেন, কখনো আখেরি দোয়ার অনুরোধে, কখনো ওয়েবসাইটে।

সব মিলিয়ে কোরআনের শিক্ষার সাথে একাকার হওয়ার চেষ্টায় একটু হলেও আলোকিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে আমাদের ও আমাদের চারপাশের মানুষের অন্তর।

১৫ তম কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন

২০১৩ সালের ১২ থেকে ১৮ জুলাই সারাদেশে কেন্দ্রসহ সেন্টার শাখা সেলগুলো মিলিয়ে মোট ৬০টি স্থানে আয়োজিত হয় ১৫ তম কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। এতে অংশ নেন ৪,৩১৭ জন (পুরুষ ১৯৩১, মহিলা ২৪৮৬)। ১৯৯৬ সাল থেকে প্রতিবছর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ধ্যানের স্তরে মৌন থেকে কোরআন উপলব্ধির এ আয়োজন করে আসছে। কোয়ান্টামমে এবার ১২ থেকে ১৬ জুলাই খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয়।



কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশিত নতুন বই এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ

আধুনিক ধারার চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, করোনারি হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্যে চাই সঠিক জীবনদৃষ্টি ও সুস্থ জীবনচারা। আর এজন্যে প্রয়োজন সমন্বিত জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ। মূলত সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন

করে তোলার লক্ষ্যেই কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাব প্রকাশ করেছে 'এনজিওপ্লাস্টি ও বাইপাস সার্জারি ছাড়াই হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ' বইটি। এটি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হৃদরোগ বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ একটি বই।

এই আমি আর হৃদয় আমার

৫ এপ্রিল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ডিভিডি 'এই আমি আর হৃদয় আমার'। এতে রয়েছে করোনারি হৃদরোগের কারণ ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি

ডকুমেন্টারি, হৃদরোগ নিরাময় ও প্রতিরোধে সুস্থ জীবনধারার ভূমিকা নিয়ে দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিমত ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, হৃদরোগ-জরী সদস্যদের অনুভূতি এবং কোয়ান্টাম হার্ট ক্লাবের কার্যক্রম নিয়ে একটি ছোট ভিডিও ক্লিপ।

আপনি বদলান পৃথিবী বদলে যাবে

৫ এপ্রিল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে প্রকাশিত হয় অডিও সিডি 'আপনি বদলান পৃথিবী বদলে যাবে'। ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিইবি ভবনে শ্রদ্ধেয়া মা-জী নাহার আল বোখারী ও পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান সিডিটির মোড়ক উন্মোচন করেন। কোয়ান্টাম প্রতায়ন ও ১০০টি অটোসাজেশন নিয়ে একটি মেডিটেশনসহ দুটি ট্র্যাক রয়েছে এ সিডিতে।

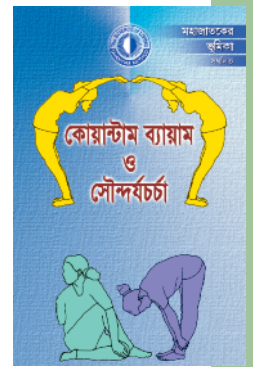


নতুন সংস্করণে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বই

মে মাসে প্রকাশিত হয় কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা বইটির পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। সংযোজিত হয়েছে হাঁটুর ব্যথায় ও সারভাইক্যাল স্পন্ডাইলাইটিস-এ করণীয় ব্যায়াম, যাড়ে ব্যথা ও কোমরে ব্যথার রোগীদের জন্যে বিশেষ পরামর্শ। আরো রয়েছে রোগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যায়ামগুলোর সচিত্র উল্লেখ।

সেবা ॥ উত্তম ইবাদত

২০ ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় ফাউন্ডেশনের সৃষ্টির সেবামূলক কার্যক্রম নিয়ে একটি ডিভিডি। এতে রয়েছে নয়টি ভিডিও ক্লিপ-নিয়মিত দান আনে কল্যাণ, দাতা হোন রহমতের ছায়ায় থাকুন, রক্তদান ॥ বেঁচেছে লক্ষ প্রাণ, শত ফুল ফুটেছে যেথা, ওরাও ফুলের মতো বিকশিত হোক, কারাগারে ধ্যানচর্চা, যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে, লামা কোরবানি ও আমরা করবো জয়।



সাফল্যের দৃপ্ততায় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল



৩২ তম জাতীয় বয়সভিত্তিক জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতায় কোয়ান্টারা পাঁচটি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে

প্রতিষ্ঠার ১৩ তম বছরে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ প্রবেশ করেছে সৃষ্টিশীলতার নতুন স্তরে। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, চিত্রকলা, নৃত্যকলা, প্যারেড, ডিসপ্লে, আত্মিক কার্যক্রম-সবক্ষেত্রেই ছিলো নতুনত্বের স্বাক্ষর। এ বছরই শুরু হয় দ্বাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম। ফলে ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছে সাতজন কোয়ান্টা।

২০১৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ১১ জন কোয়ান্টার মধ্যে চারজন ‘এ প্লাস’, ছয়জন ‘এ’ ও একজন ‘এ মাইনাস’ অর্জন করে। ২১ জন জেএসসি পরীক্ষার্থী ও ২১ জন পিএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের হার ছিলো শতভাগ।

২০১২ সালের জেএসসি ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনজন ট্যালেন্টপুল এবং দুজন সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি লাভ করে এবং লামা থানার মধ্যে মেধা তালিকায় প্রথম থেকে চতুর্থ স্থান অর্জন করে।

৯ এপ্রিল থেকে ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণীর কোয়ান্টাদের নিয়ে শুরু হয় কোয়ান্টা আলোকায়ন কার্যক্রম। নৈতিক কার্যক্রমের আওতায় আরো রয়েছে সাদাকায়ন, গ্রাজুয়েট মাসিক কার্যক্রম, সাপ্তাহিক ও মাসিক প্রো-মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং দৈনিক মেডিটেশন। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ হিলিং ওয়ার্কশপ, কোয়ান্টা গ্রাজুয়েট কোয়ান্টায়ন, লাইফ

স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং কোয়ান্টাদের নিয়মিত কাউন্সেলিং।

শুধু কোয়ান্টাদের নিয়েই নয়, দায়িত্বশীল-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সব কর্মীর নৈতিক মানবিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীর পাঠচক্র।

এছাড়া কোয়ান্টাদের অভিভাবকদের মাঝে দানে উদ্বুদ্ধ করে মাটির ব্যাংক বিতরণের বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ বছর ১৫৮টি ব্যাংক থেকে সর্বমোট ৬২,৬৮৯ টাকা সংগৃহীত হয়।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ গেমসে অংশগ্রহণ

অষ্টম বাংলাদেশ গেমসে কোয়ান্টারা তিনটি ইভেন্টে অংশ নেয়। আরচারি, হ্যান্ডবল এবং খো খো। আরচারিতে ছয়জন কোয়ান্টার সবাই দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হয় এবং তিনজন কোয়ান্টার ফাইনালে যায়।

বাংলাদেশ গেমসে ভালো পারফরমেন্সের কারণে বাংলাদেশ আরচারি ফেডারেশন সেরা ১০ আরচারিকে বাছাই করে একমাসব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এর মধ্যে তিনজনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা-আরিফুল ইসলাম, ভানরুম বম ও প্রেননয় মুরং। এতে প্রেননয় প্রথম, ভানরুম চতুর্থ এবং আরিফুল পঞ্চম স্থান অধিকার করে। তারা পরবর্তীতে তিনমাসের প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করে। এতেও প্রেননয় প্রথম হয়ে বিশ্ব যুব অলিম্পিকের বাছাই পর্বে খেলার সুযোগ পায়।

বাংলাদেশ গেমস-এর হ্যান্ডবল ইভেন্টে চতুর্থম জেলা দলের হয়ে অংশ নেয় চারজন কোয়ান্টা। আর জানুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩২ তম জাতীয় বয়সভিত্তিক জিম্নাস্টিকস প্রতিযোগিতায় লাভ করে পাঁচটি স্বর্ণ, ছয়টি রৌপ্য ও তিনটি ব্রোঞ্জ পদক।

এছাড়া ৪২ তম জাতীয় স্কুল ও মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবল ইভেন্টে প্রথমবারের মতো চূড়ান্ত পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় কসমো স্কুল।

নভেম্বরে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৫ দিনের কাবাডি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কুলের স্পোর্টস সেল-এর কাবাডি ইভেন্ট শুরু হয়।



লেখাপড়া খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেধার বিকাশ ঘটিয়ে কোয়ান্টারা এগিয়ে চলছে সাফল্যের দৃপ্ততায়

২০১৩ সালে ব্যান্ড দলে মুরং বাঁশি সংযোজনের বিষয়টি নতুনত্ব নিয়ে আসে। নতুন একটি ব্যান্ড দল গঠনের মাধ্যমে কসমো স্কুলের ব্যান্ড দলে সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণ করা হয়। এছাড়াও শুরু করা হয় বিশ্বখ্যাত ব্রাস ব্যান্ড ও ট্রামপেট প্রশিক্ষণ।

মেধাসৃজন কার্যক্রম

কোয়ান্টাদের মেধাকে শতধারায় বিকশিত করতে নৃত্য, সংগীত, ভাষা শিক্ষা, কারুশিল্প কার্যক্রম, মেধা অন্বেষণ, চারুকলা ও সাউন্ড সিস্টেম-এ সাতটি বিষয় নিয়ে এ বছর শুরু হয় মেধাসৃজন কার্যক্রম।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া জাতীয় মেধাসৃজন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে চারজন কোয়ান্টা ও জেলা পর্যায়ে একজন কোয়ান্টা শ্রেষ্ঠ মেধাবী-র স্বীকৃতি অর্জন করে। আর ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ‘গ’ গ্রুপ থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে কোয়ান্টারা।

মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর লামা উপজেলায় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ‘ক’ ও ‘খ’ গ্রুপে অংশ নিয়ে কোয়ান্টারা প্রথম তিনটি স্থান অর্জন করে ছয়টি পুরস্কারের মধ্যে ছয়টিই জিতে নেয়। এছাড়াও কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সকল স্তরের কর্মী ও কোয়ান্টাদের জন্যে চালু করা হয় ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম। এতে প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয় মারমা ও মুরং ভাষা।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৭১ তম কোর্স

১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ ফেব্রুয়ারি

৩৭২ তম কোর্স

১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ মার্চ

ভেনু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকাননের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক। অগ্রাধিকার প্রার্থীরা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭



টেবিল টেনিস খেলার জন্যে নির্মিত ২,৫০০ বর্গফুটের টিটি ভবনে চলছে কোয়ান্টাদের নিয়মিত অনুশীলন

কোয়ান্টাম

৭

বুলেটিন

এক বছরে সরবরাহ ৮২ হাজার ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান প্রসেসিং খরচ ছাড়াই সামর্থ্যহীন রোগীরা পেয়েছে ১০ হাজার ইউনিট রক্ত



কেয়া নিট কম্পোজিট লি. প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত একদিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প থেকে সর্বাধিক সংগ্রহ ১,০০১ ইউনিট রক্ত

২০১৩ সালে রক্ত সংগ্রহ, রক্ত সরবরাহ, ব্লাড ক্যাম্প আয়োজন-সবক্ষেত্রে স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে এসেছে প্রবৃদ্ধি।

রক্ত সংগ্রহ-সরবরাহ

২০১৩ সালে মোট সংগ্রহের পরিমাণ ৫২,৬০৬ ইউনিট রক্ত। ল্যাব থেকে সংগ্রহ ৩৪,৮৫১ ইউনিট, ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ ১৭,৭৫৫ ইউনিট। বছরজুড়ে রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ হয়েছে ৮২,০৮৫ ইউনিট। দুই ঈদে ল্যাবের জন্যে নির্ধারিত ১২ দিনের ছুটিতেও (৭-১২ আগস্ট ও ১৪-১৯ অক্টোবর) রক্তদান কার্যক্রম চালু রাখায় সরবরাহ হয় ১,৩৩৫ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান এবং সংগৃহীত হয় ৬৮৭ ইউনিট রক্ত। রক্তদাতাদের উপহার ও তাদের নিকটাত্মীয়দের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করা হয় যথাক্রমে ৭৯ ও ১,৬৫৬ ইউনিট।

সর্বোচ্চ সংগ্রহ ও সরবরাহ

মাসের সর্বোচ্চ সংগ্রহ (ল্যাব ও ক্যাম্প মিলিয়ে) এপ্রিলে; ৬,৪১৩ ইউনিট। আর একদিনে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিলো ল্যাবে ৩০৫ ইউনিট (২৫ এপ্রিল) ও ক্যাম্পে ১,০০১ ইউনিট (৩০ ডিসেম্বর)। সর্বোচ্চ সরবরাহ ছিলো মে মাসে; ৮,৩৭৩ ইউনিট। আর একদিনে সর্বোচ্চ সরবরাহ ছিলো ৬ জুলাই; ৩৬৭ ইউনিট। ২৫ এপ্রিল একদিনে সর্বোচ্চ ১৫৯ জন প্রথমবার রক্তদান করেন।

বর্ধিষ্ণু রক্তদাতা পরিবার

২০১৩ সালে নতুন ২৭,০১৩ জন রক্তদাতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন কোয়ান্টাম রক্তদাতা পরিবারে। আজীবন রক্তদাতা হয়েছেন ৩,৩৪০ জন। ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত আজীবন রক্তদাতার সংখ্যা ৩০,৩৬১ জন।

বার্ন ইউনিটে অগ্নিদগ্ধদের জন্যে ৪,৮২৫ ইউনিট এফএফপি সরবরাহ

২০১৩ সালে বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন আগুনে পোড়া রোগীদের প্রয়োজনীয় রক্ত উপাদান ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি) সরবরাহ করা হয়েছে ৪,৮২৫ ইউনিট। আমাদের দেশে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে শুধুমাত্র ঢাকাতেই এবং তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্যে এই রক্ত উপাদানটি অপরিহার্য।

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্তর্জাতিক মানের কোয়ান্টাম ল্যাবে রয়েছে সেল সেপারেটর সেমিট্রিফাইড মেশিন, -৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজসহ রক্ত উপাদান বিভাজন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় আধুনিক সব যন্ত্রপাতি। ফলে এফএফপি-র প্রয়োজনে অগ্নিদগ্ধ রোগীরা পেয়েছেন তাৎক্ষণিক সরবরাহ।

সামর্থ্যহীন রোগীরা বিনা প্রসেসিং খরচে পেয়েছে ১০ হাজার ইউনিট রক্ত

কোয়ান্টাম ল্যাব সামর্থ্যহীন ও সীমিত সামর্থ্যবানদের নিয়মিত রক্ত প্রয়োজন এমন ৬৭৯ জন রোগীকে আইডি কার্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ২০১৩ সালে সামর্থ্যহীন রোগীদের প্রসেসিং খরচ ছাড়া এবং সীমিত সামর্থ্যবানদের ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে সরবরাহ করা হয়েছে যথাক্রমে ১০,১৯৫ ও ৫,৬১৫ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান।

অর্জন ও সম্মাননা

২৪ এপ্রিল সাভারে মর্মান্তিক ভবনধসের ঘটনায় আহতদের জন্যে রক্ত সংগ্রহে এবং বিনা প্রসেসিং খরচে রক্ত সরবরাহে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। ২৪-২৬ এপ্রিল তিন দিনে সংগ্রহ ২,৫২৩ ইউনিট এবং সরবরাহ করা হয় ৬৪৯ ব্যাগ রক্ত। ১ আগস্ট বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) বিনা প্রসেসিং খরচে রক্ত সরবরাহ করে আহতদের চিকিৎসা সহায়তায় এগিয়ে আসার স্বীকৃতিস্বরূপ কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে বিশেষ সম্মাননা স্মারক প্রদান করে।

প্রযুক্তির ক্রম-উৎকর্ষে

কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রম

২০১৩ সালে ২৫ জানুয়ারি পায়োনিয়ার ব্যাচের ক্লাস শুরুর মাধ্যমে বেসিক হার্ডওয়্যার প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু হয়। চারদিনের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষার্থী, পেশাজীবী এবং গৃহিণীরাও খুব সহজেই পিসি সংক্রান্ত প্রাথমিক বিষয়গুলো নিজ হাতে সমাধান করতে শিখছেন। নভেম্বর মাসে হার্ডওয়্যার প্রোগ্রামে যুক্ত হয়েছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেম।

১ মার্চ থেকে রাজশাহীতে পদ্মা আবাসিকে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ভবনে মাল্টিমিডিয়া ল্যাবে শুরু হয় বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামের ক্লাস। এছাড়া কসমো স্কুল, মিরপুরে দুটি বিশেষ ব্যাচে বেসিক কম্পিউটিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রোগ্রাম সম্পন্নকারীদের চর্চার সুবিধার্থে ২৭ জুন থেকে বনশ্রী সেন্টারে প্রতি বৃহস্পতিবার সকাল ১০-১২টা এবং দুপুর ২-৪টা পর্যন্ত দুটি সেশনে অনুষ্ঠিত

হচ্ছে সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক টপিক নিয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে মাসিক প্রোগ্রাম। প্রতিমাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খুব শীঘ্রই শুরু হতে যাচ্ছে বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রামের লিনাক্স ভার্সন।

২৫ জুন পবিত্র শবেবরাতের দিন থেকে শুরু হয়েছে কার্যক্রম-কম্পিউটার সার্ভিস সাপোর্ট। নির্ধারিত অনুদানের মাধ্যমে ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটার, ইউপিএসসহ এক্সেসরিজ রিপেয়ার ও রক্ষণাবেক্ষণের সেবা এখন যে কেউ ফাউন্ডেশনের বনশ্রী সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারবেন।

বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুক্ত জ্ঞানচর্চার লক্ষ্যে কোয়ান্টাম আইসিটি কার্যক্রমের উদ্যোগে ৩ জুলাই, ২০১২ যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম ক্লাব (কোয়ান্টাম টেকনোলজি ক্লাব)। ক্লাবের প্রথম প্রোগ্রাম হিসেবে ১১ জানুয়ারি, ২০১৩ বিশেষ সাদাকায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি শুক্রবার বাদ আসর বনশ্রী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ



সাদাকায়ন। সবার জন্যে উন্মুক্ত এ কার্যক্রমে নিয়মিত দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তিবিদগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। মাসে দুটি প্রোগ্রামে আত্ম উন্নয়নমূলক আলোচনা এবং অন্য দুটিতে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৫টি সাদাকায়নে গড় উপস্থিতি ৩০ (পুরুষ ২২, মহিলা ৮ জন)।